যুগান্তর

তারিখ 17 NOV 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা

রুয়েটে পুলিশের সঙ্গে শিবির ছাত্রদলের সংঘর্ষ : আহত ১৫

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা শনিবার চলাকালে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এ সময় বেশ কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত রুয়েটে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা চলছিল। এ সময় ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নেয় ছাত্রলীগ। একই সময় প্রধান ফটকের পূর্বপাশে ছাত্রদল এবং পশ্চিমপাশে শিবির ক্যাডাররা জড়ো হয়। পরে শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করে মহড়া দেয় ও মিছিল করার চেষ্টা করে। এ সময় পুলিশ তাদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে শিবির ক্যাডাররা ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু করে। পরে শিবিরের সঙ্গে ছাত্রদলও যোগ দিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে শটগানের গুলি, রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। ক্যাম্পাসের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে। সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে স্থানীয় একটি পত্রিকার ফটোসাংবাদিক শামীম হোসেন, ভর্তিচ্ছু রফিকুল ইসলাম, সাদাত হোসেন, শওকত হোসেন, মিজানুর রহমান, অভিভাবক আবুল কাশেম এবং সেতু ও ফারহানা নামের দুই ছাত্রীসহ অন্তত ১৫ জন আহত হন। পরে বিকাল ৩টায় খ ইউনিট (আর্কিটেকচার) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রুয়েট শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আলমগীর হোসেন বলেন, ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মতো আমরাও ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানাতে ক্যাম্পাসের মূল ফটকে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলাম। এ সময় কোনো ধরনের বাধা না দিয়েই পুলিশ আমাদের লক্ষ্য করে ও নিরীহ অভিভাবক-ভর্তিচ্ছুদের ওপর গুলিবর্ষণ করেছে। এতে অনেক ৬ নেতাকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এদিকে শান্তিপূর্ণ র‌্যালিতে হঠাৎ করে পুলিশের হামলায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন রুয়েট ছাত্রদল আহ্বায়ক আহমদ হোসাইন। মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মজিদ বলেন, শিবির নাশকতা সৃষ্টির জন্য রুয়েটের প্রধান ফটকে অবস্থান নিলে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার শেল ও ফাঁকা গুলি করে। তবে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানান তিনি।